পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (পূর্বাঞ্চল) পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

বিষয়ঃ "গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি জরিপ" সংক্রান্ত উপ-কমিটির ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদযাপন উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৯১.২০.০৩৭.২০.২১; তারিখঃ ২১-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখ মোতাবেক "গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি জরিপ" সংক্রান্ত উপ-কমিটির আহ্বায়ক সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৩-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেনঃ

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও দপ্তর
০১।	মুহাম্মদ মতিউর রহমান নির্বাহী পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক এর দপ্তর, বাপবিবো ও সদস্য, উপ কমিটি
০২।	মোঃ আব্দুর রহিম মল্লিক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণ), বাপবিবো ও সদস্য, উপ কমিটি
০৩।	বিধান রঞ্জন বৈশ্য পরিচালক, লিগাল এ্যাফেয়ার্স, পরিদপ্তর, বাপবিবো ও সদস্য, উপ কমিটি
০৪।	মোঃ আনোয়ার হোসেন পারিচালক (চঃ দাঃ), জনসংযোগ পরিদপ্তর ও সদস্য, উপ কমিটি
০৫।	ফকির শরীফ উদ্দিন আহমেদ পরিচালক (চঃ দাঃ), পবিস মঃ ও ব্যঃ পঃ (পূর্বাঞ্চল) পরিদপ্তর, বাপবিবো ও সদস্য সচিব, উপ কমিটি
০৬।	বিরেন্দ্র নাথ সরকার পরিচালক (কারিগরী), জিআইএস পরিদপ্তর, বাপবিবো ও সদস্য, উপ কমিটি
০৭।	আরমান আহসান পরিচালক (চঃ দাঃ), অভ্যন্তরীণ নিরিক্ষা পরিদপ্তর, পরিদপ্তর, বাপবিবো ও সদস্য, উপ কমিটি
০৮।	তপন কুমার গোলদার সিস্টেম এনালিস্ট-১, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো ও সদস্য, উপ কমিটি
০৯।	শাহ মোঃ আলমগীর কবীর নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, ফেনী ও সদস্য, উপ কমিটি
১০।	মোঃ মইনুল হাসান নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, বাপবিবো, রাজশাহী ও সদস্য, উপ কমিটি
১১।	শেখ জিয়াউর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, নেত্রকোনা ও সদস্য, উপ কমিটি
১২।	অতনু দেবনাথ নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), বাপবিবো, টাঙ্গাইল ও সদস্য, উপ কমিটি
১৩।	প্রকৌঃ মোঃ হারুন সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩ ও সদস্য, উপ কমিটি
১৪।	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ ও সদস্য, উপ-কমিটি
১৫।	প্রকৌঃ মোঃ মাশফিকুল হাসান জেনারেল ম্যানেজার, পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ ও সদস্য, উপ-কমিটি
১৬।	মোঃ জাকির হোসেন জেনারেল ম্যানেজার (চঃদাঃ), নেত্রকোনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ও সদস্য, উপ কমিটি
১৭।	মোঃ হাফিজুর রহমান ডিজিএম, বুড়িচং জোনাল অফিস, কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ ও সদস্য, উপ কমিটি

সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যপরিধি এবং বাপবিবো এর কার্যপরিধি সমন্বয় পূর্বক সময়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচী ১ঃ প্রতিটি ইউনিয়নে জিএম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে গ্রাহক সমাবেশ করবেন এবং তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করবেন।

উক্ত আলোচ্যসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবেঃ

(ক) গনশুনানিঃ

জানুয়ারী/২০২১ মাসে ৮০টি পবিসে ৩৪৭টি গনশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত গনশুনানিসমূহের মাধ্যমে ২৬২৫টি সমস্যা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মুজিব শতবর্ষ ব্যাপী প্রতিটি সমিতি প্রতিমাসে গড় ৫টি করে অর্থাৎ মোট ৪০০টি গনশুনানির আয়োজন করবে।

(খ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের অবহিতকরণ সভাঃ

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের অবিহিতকরণের জন্য প্রতিটি সমিতি প্রতিমাসে কমপক্ষে ০৩টি সভার আয়োজন করবে। পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ উত্তরাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল/ পূর্বাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল) পরিদপ্তর সমূহের ০১জন পরিচালক অন্তত ০১টি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(গ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিত করণ সংক্রান্ত সভাঃ

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের/অংশীজনদের অবহিত করণের জন্য প্রতিটি সমিতি প্রতি মাসে কমপক্ষে ০৩টি সভার আয়োজন করবে। পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল/ উত্তরাঞ্চল/ দক্ষিণাঞ্চল/ পূর্বাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল) পরিদপ্তর সমূহের ০১জন পরিচালক অন্তত ০১টি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

আলোচ্যসূচি ২ঃ গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন ও গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘবে অভিযোগ গ্রহন ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance redress system)-কে উন্নত করতে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। বিদ্যুৎ বিতরণকারী দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি সেবা গ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহনের লক্ষ্যে একটি বিশেষ হট লাইন নম্বর প্রবর্তন।

০১। বাপবিবোর্ড এবং সমিতিসমূহে Grievance Redress System উন্নত করার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন, বাপিবিবো সমিতিতে এতদবিষয়ক Focal Point নির্বাচন এবং Focal Point হিসেবে মনোনীত কর্মকর্তাগনের নাম Website এ প্রকাশ ইত্যাদি কার্যক্রম বাপবিবোর্ডের আইসিটি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে;

০২। প্রতিটি সমিতির সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (সদস্য সেবা) কর্তৃক প্রতি মাসেই সমিতির সিটিজেন্স চার্টার পর্যবেক্ষণপূর্বক হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৩। প্রতিটি সমিতিতে প্রতিদিন ন্যূনতম ০১ (এক)টি করে 'আলোর ফেরিওয়ালা' টীম প্রস্তুত রাখা হবে এবং উক্ত টীম সদর দপ্তর, জোনাল অফিস এবং সাব জোনাল অফিসসমূহের আওতাধীন বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন গ্রাহকগণকে প্রতিমাসে গড়ে ১০০টি করে সংযোগ প্রদান করবে অর্থাৎ ৮০টি সমিতি কর্তৃক প্রতিমাসে ৮০০০টি সংযোগ প্রদান করা হবে।

০৪। প্রতিটি সমিতির সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন) দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান সংরক্ষণ, বসার ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট টয়লেটের ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া, মহিলাদের জন্য পৃথক বসার স্থান এবং টয়লেটের ব্যবস্থা করবেন। বিষয়টি মনিটরিং পরিদপ্তর কর্তৃক প্রতিমাসেই মনিটরিং করা হবে।

০৫। খাদ্য শস্য এবং অর্থকরী ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সেচ সুবিধার আওতা প্রসারের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন এবং সারা বৎসরব্যাপী সেচ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হালনাগাদকৃত সেচ নীতিমালা অনুযায়ী সারা বছরব্যাপী সেচ সংযোগ প্রদান

এক্ষেত্রে ৫কেভিএ ট্রান্সফরমারের স্বল্পতা থাকলে বিতরণ ব্যবস্থায় আবাসিক গ্রাহকদের জন্য স্থাপিত ৫কেভিএ ট্রান্সফরমার সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার পূর্বক আবাসিক গ্রাহকদের ১০ কেভিএ ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হবে।

০৬। সমিতিসমূহের অভিযোগ কেন্দ্রে দায়িত্বরত স্টাফদের ধৈর্য্য এবং বিনয়ের সাথে মোবাইল/টেলিফোন কল রিসিভ এবং আন্তরিকতার সাথে গ্রাহক অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে সমিতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রতি মাসেই একবার এবং সংশ্লিষ্ট মনিটরিং পরিদপ্তরসমূহ কর্তৃক প্রতিমাসে একবার নমুনা ভিত্তিক পরীক্ষা করা হবে। এক্ষেত্রে অভিযোগ কেন্দ্রসমূহে পরিদর্শন বহি রাখা হবে। বাপবিবো, সমিতি এবং অন্যান্য বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অভিযোগ কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনের সময় পরিদর্শন বহিতে অভিযোগ কেন্দ্রের সেবাসমূহের বিষয়ে মতামত/মন্তব্য লিপিবদ্ধ করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

০৭। গ্রাহক অভিযোগ নিরসন কিংবা অন্য কোন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের মনোভাব বজায় রাখা এবং গ্রাহক অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এমন আচরণ হতে বিরত থাকার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করাসহ সময়ে সময়ে মনিটরিং করা হবে।

০৮। গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সদর দপ্তর ও জোনাল অফিসসমূহের ন্যায় সাব জোনাল অফিসসমূহে এক অবস্থানে সেবা চালুর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সাব জোনাল অফিসসমূহে একজন অতিরিক্ত বিলিং সহকারী পদায়নের প্রয়োজন হবে।

আলোচ্যসূচি-৩ ঃ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সুফলভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যুৎ সেবা সহজীকরণ।

উক্ত আলোচ্যসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবেঃ

০১। গ্রাহক সংযোগ সহজীকরণ এবং দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **'শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ'** মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ২৯/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ **'আলোর ফেরিওয়ালা'** কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মীগন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গ্রাহকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাৎক্ষনিকভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে ৮০টি সমিতি কর্তৃক এ পর্যন্ত ১৮,১০৭৩১ টি গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ১৬,০৮৭৩৬ টি অভিযোগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি সমিতিতে প্রতিদিন ন্যূনতম ০১ (এক)টি করে 'আলোর ফেরিওয়ালা' টীম প্রস্তুত রাখা হবে এবং উক্ত টীম সদর দপ্তর, জোনাল অফিস এবং সাব জোনাল অফিসসমূহের আওতাধীন বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন গ্রাহকগণকে প্রতিমাসে গড়ে ১০০টি করে সংযোগ প্রদান করবে অর্থাৎ ৮০টি সমিতি কর্তৃক প্রতিমাসে ৮০০০টি সংযোগ প্রদান করা হবে।

০২। সেবা সহজীকরণ এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ১৫/০৯/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ পল্লী বিদ্যুতের **'উঠান বৈঠক'** কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমে স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/শিক্ষার্থীগণ, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং গ্রাহকগণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। উক্ত বৈঠকে গ্রাহক শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, বিদ্যুৎ চুরি রোধ, বিদ্যুতের অপব্যবহার রোধ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, বকেয়া বিল আদায়, সিস্টেম লস হ্রাস ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে অক্টোবর'২০ পর্যন্ত ৪০,১৪৩ টি উঠান বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে এবং মোট ৮০,৫২৬ টি অভিযোগ নিষ্পন্ন হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে প্রতিটি সমিতি প্রতিমাসে ন্যূনতঃ ০২ (দুই) টি করে উঠান বৈঠক আয়োজন করবে।

০৩। সংযোগ সহজীকরণের লক্ষ্যে সার্ভিস ড্রপের আওতায় ৫০কিঃওঃ পর্যন্ত সকল সংযোগের ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য মালামাল বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য ৫০ কিঃওঃ লোড পর্যন্ত ২ স্প্যান লাইন ও ট্রান্সফরমার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে।

০৪। মুজিব শতবর্ষে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পক্ষ থেকে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের মোট ৯২টি ঘর নির্মাণ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ৭২টি ঘরের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি ঘরের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

০৫। আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল গ্রাহকদের ইতোমধ্যে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বিনামূল্যে সংযোগ প্রদান অব্যাহত রাখা হবে।

০৬। ইতোপূর্বে শুধুমাত্র সেচ মৌসুমে সেচ সংযোগ প্রত্যাশীদের সংযোগ প্রদান করা হতো। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে সারা বৎসরব্যাপী সেচ সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল আবাদি জমি চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যে কৃষি সেচ সহজ করার জন্য ৫০ কেভিএ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার বিনামূল্যে কৃষককে সরবরাহ করা হচ্ছে। গত বছর আরইবি'র সেচ গ্রাহক ছিল ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার এ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এ বছর অতিরিক্ত ১৭ হাজার গ্রাহককে সংযোগ দেয়া হচ্ছে।

০৭। (ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন ও বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যথাক্রমে ১০০ টি অর্থনৈতিক জোন ও ২৮ টি শিল্প পার্ক নির্মাণ করা হচ্ছে। বাপবিবোর্ডের ভৌগলিক এলাকায় অবস্থিত প্রতিটি অর্থনৈতিক জোন ও শিল্প পার্কে সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ও বিতরণ লাইন নির্মাণ করে সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে।

(খ) এ পর্যন্ত বাপবিবো কর্তৃক ১১ টি অর্থনৈতিক জোন ও ২টি হাইটেক সিটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর (মীরসরাই), শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক জোন, অব্দুল মোনেম অর্থনৈতিক জোন, জামালপুর অর্থনৈতিক জোন, বে-অর্থনৈতিক জোন, আকিজ অর্থনৈতিক জোন, এ কে খান অর্থনৈতিক জোন, আনোয়ারা অর্থনৈতিক জোন, সাবরাং ইকোট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক, খুরুশকুল বিশেষ আশ্রায়ন প্রকল্প, বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (কালিয়াকৈর) ও সিলেট হাইটেক সিটি।

(গ) এ সকল অর্থনৈতিক জোন ও হাইটেক পার্ক এর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাধীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

০৮। বিভিন্ন দ্বীপ ও চরাঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত ২.৫০ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে, অফগ্রীডভুক্ত ১০৫৯টি গ্রাম বিদ্যুতায়নের জন্য বাপবিবো'র নিজস্ব অর্থায়নে ২৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জুন'২০২১ এর মধ্যে সমুদ্র তীরবর্তী পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলাসহ বাপবিবো'র আওতাভুক্ত সকল অফগ্রীডভুক্ত এলকা সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হবে।

০৯। সমগ্র বাংলাদেশের ৪৬১টি উপজেলা ইতোমধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। মোট গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি ৫ লক্ষ। তন্মধ্যে লাইফ লাইন গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৬৭ লক্ষ। লাইফ লাইন গ্রাহককে সর্বনিম্ন ট্যারিফে (৩.৭৫ টাকা প্রতি ইউনিট) বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

১০। যেখানে গ্রীড কিংবা সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব নয় এমন প্রত্যন্ত দূরবর্তী এলাকায় ৬০০০ পরিবারকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন বাস্তবায়নাধীন আছে। মুজিব শতবর্ষে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

১১। (ক) মায়ানমার হতে জাতিগত দাঙ্গার শিকার হয়ে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার লক্ষ্যে বাপবিবো এর আওতাধীন কক্সবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অর্থায়নে কক্সবাজার জেলায় ০৬টি নিবন্ধন কেন্দ্র, ১০টি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র, ০৩টি ত্রাণ গ্রহণ ও বিতরণ কেন্দ্র, ১৫টি সমন্বয় কেন্দ্র, ১৩টি মেডিক্যাল ক্যাম্পসহ অন্যান্য অবগাঠামোতে দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) অন্যদিকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য চলমান "Electrification for Displaced Myanmar Nationals in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাপবিবো কর্তৃক ০১টি ১০ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন সাব-ষ্টেশন, ৫০ কিঃমিঃ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ, ৪,০০০ টি সোলার পাওয়ারড এলইডি সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। এর

ফলে কুতুপালং ও বালুখালিসহ অন্যান্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, WHO, WFP সহ অন্যান্য সংস্থার অবকাঠামোতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কারণে ত্রাণ কার্যক্রমসহ প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালনা সহজতর হয়েছে। তাছাড়া ১০০টি সোলার ন্যানো গ্রীডের মাধ্যমে প্রায় ২০,০০০ রোহিঙ্গা শরনার্থীর ঘরে বিদ্যুৎ বাতি প্রদান করা হয়েছে এবং বজ্রপাত হতে রক্ষার জন্য ৪০০টি লাইটেনিং এরেস্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল অবকাঠামো নির্মানের ফলে রোহিঙ্গাদের জীবনমান সুন্দর ও সহজতর হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানব সেবায় মহতী উদ্যোগ ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ "Mother of Humanity" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

(গ) ভবিষ্যতেও প্রকল্পের আওতায় সম্ভব না হলে বৈদ্যুতিক সেবা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে।

১২। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক গ্রাহকদের বিনামূল্যে মিটার ও সার্ভিস ড্রপ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। মৌলভীবাজার পবিস এর আওতাধীন ৮৯ টি চা বাগানের ২০০ জন চা শ্রমিকের বিদ্যুৎ সংযোগ সহজীকরণে জামানত ব্যতীত সংযোগ প্রদান এবং হাউজ ওয়্যারিং এর মালামাল ও মজুরি বাবদ ৩,৮০,০০০.০০ (তিন লক্ষ আশি হাজার) টাকায় সমিতির অর্থায়নে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

১৩। সরকারের আমার গ্রাম-আমার শহর বিনির্মাণে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের পাশাপাশি কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আলোচ্যসূচি ৪ ঃ বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি প্রতিপালনপূর্বক গ্রাহক হয়রানি দূরীকরণের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

উক্ত আলোচ্যসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবেঃ

বাপবিবো এবং সমিতিসমূহের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মজীবন উন্নয়নঃ

১। (ক) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নীতিমালা অনুযায়ী পদোন্নতি, পদায়ন ও অবসরোত্তর ভাতা ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে। গত ১৭/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে এ পর্যন্ত বাপবিবোর ৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি এবং ৩৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদায়ন এবং ৪৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবসরোত্তর ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের (PRL) ২ মাস পূর্বে দপ্তরাদেশ জারী, PRL উত্তীর্ণের ৭দিন পূর্বে দেনা পাওনা পত্র প্রেরণ এবং উক্ত পত্র প্রাপ্তীর পর সর্বোচ্চ ১০টি কার্যদিবসের মধ্যে এককালীন পেনশন/গ্রাচুইটি আদেশ জারী করা হয়।

(গ) একই সময়ে বাপবিবো এর আওতাধীন ৮০ টি পবিস এ মোট ৮৬৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান, ৩৫০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদায়ন এবং ২৫৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অবসরোত্তর ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ)বাপবিবো'এ ইতোপূর্বে ১৩১টি শূন্যপদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ইতোমধ্যেই ৫৬টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৫টি পদে আগামী জুন'২০২১ এর মধ্যেই নিয়োগ প্রদান সম্পন্ন করা হবে। ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বর্তমানে কোন শূন্যপদ নেই। তবে সময়ে সময়ে পদ শূন্য হলে ন্যূনতম সময়ে শূন্য পদগুলো পূরণ করা হয়।

(ঙ) বাপবিবো ও পবিস সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল ধরনের বেনিফিট নীতিমালার আলোকে ন্যূনতম সময়ে দেয়া হয়ে থাকে যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

২। (ক) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রীড়া সংস্কৃতি ও কল্যাণ পরিষদ (ক্রীসকপ) নামক প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে একটি পরিষদ গঠন করা হয়েছে। উক্ত পরিষদের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা, বিনোদনমূলক কর্মকান্ড, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। সরকারি এবং প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুদানের মাধ্যমে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

(খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে ১ম ও ২য় কোয়ার্টারে বাপবিবোর্ডের ৯৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে চিকিৎসা খাতে ক্রীসকপ ফান্ড হতে ১৮,৪৯,৫০০.০০ (আঠারো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

(গ) তাছাড়া অস্বচ্ছল ২৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ৩,২৪,০০০.০০ (তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা সুদ বিহীন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা হিসেবে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অনুদান প্রদান করা হয়। মুজিব শতবর্ষে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩। (ক) পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সর্বোচ্চ সফলতা পেতে সুপরিকল্পিত, আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুদক্ষ ও নির্ভরযোগ্য কর্মীবাহিনী গঠনে বাপবিবো সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাপবিবোর্ড ১৩,৮০,৮৮০ জন ঘন্টা প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে। এছাড়া, APA-তে নির্ধারিত বাপবিবোর্ডের প্রশিক্ষণ বিষয়ক লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে ১০৫% বেশী অর্জিত হয়েছে।

(খ) সেবাদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে BPMI (Bangladesh Power Management Institute) এর মাধ্যমে ২০/০২/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত বাপবিবো ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহের ১৬২৪ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) বর্তমানে বাপবিবো/সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য BPMI এ প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান আছে। আগামী এক বছরের মধ্যে ৬টি কোর্সে সর্বমোট ২৭০০ জনকে BPMI এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট (BPMI) কর্তৃক আয়োজিত চলমান প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহঃ

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
		ব্যাচ নং	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
১	Leadership Development Programme for Power Sector Organizations	১৩	৫০	৬৫০	
২	Basic Training on Smart Pre-payment Metering System & Smart Grid	১০	৫০	৫০০	
৩	Basic Training on Smart Pre-payment Metering System & ICT Activities	৩	৫০	১৫০	
৪	Distribution and Transmission Line	২৮	৫০	১৪০০	
৫	Basic Training on Smart Pre-payment Metering System				
৬	Power System Operation for BREB Engineers				
	মোট=			২৭০০	

(ঘ) তাছাড়া BPMI কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে বাপবিবো ও সমিতিসমূহের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।

৪। (ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ শাখা হতে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১২৩.০৫.০০১.১৬-৭০০, ২৭ জুন ২০১৬ খ্রিঃ অনুসরণে ক্রীসকপ তহবিল হতে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর রাজস্ব খাতভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধীকারীকে (০১-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে) এককালীন ৮,০০,০০০.০০ (আট লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন/সৎকার বাবদ তাৎক্ষণিকভাবে আরও ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। গুরুতর আহত হয়ে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৪.০০,০০০.০০ (চার লক্ষ) টাকা অনুদান দেয়া হয়।

(খ) এছাড়া কর্মরত থাকাবস্থায় কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে বাপবিবো ও সমিতি সমূহ হতে গোষ্ঠী বিমা/যৌথ বিমা বাবদ ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়।

(গ) বর্ণিত আর্থিক সুবিধাদির অতিরিক্ত হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কারিগরী বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ যদি কর্মরত অবস্থায় মারা যায় অথবা অক্ষম হয়ে পড়ে তাহলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমিতির কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে ক্ষতিপূরণ বাবদ পাবে ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা, স্থায়ী ভাবে অক্ষম হলে পাবে ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা এবং আংশিক স্থায়ী অক্ষম হলে পাবে ৭,০০,০০০.০০ (সাত লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে দুই হাত, দুই পা, দুই চোখ হারালে ১০০% ক্ষতিপূরণ পাবেন এবং মুখ বিকৃত হলে, বধির হলে, কাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হলে ৭০/৮০% ক্ষতিপূরণ পাবেন।

৫। (ক) বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে আবির্ভূত কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে **'দুর্যোগ আলোর গেরিলা'** টিম গঠন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনার পাশাপাশি বাপবিবোর্ড কর্তৃক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মনোবল অটুট রাখাসহ কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫টি প্যাকেজ যথা- স্বাস্থ্য প্যাকেজ, পদোন্নতি প্যাকেজ, পুরস্কার প্যাকেজ, ভাতা প্যাকেজ ও ছুটি প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।
(খ) ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৮০জন কর্মকর্তা এবং ৪০০জন কর্মচারী ইতোমধ্যে এ সকল প্যাকেজের আওতায় প্রনোদনা পেয়েছেন। ফলশ্রুতিতে গ্রাহকসেবা, লাইন রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য কার্যাবলী অব্যাহত রাখাসহ কোভিড-১৯ আক্রান্তের হার নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদানের নীতিমালা চালু আছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের, অর্থ বিভাগ কর্তৃক ০৬-০৩-২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে জারীকৃত পরিপত্রের আলোকে এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৭। বালাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিটিএ (PTA-Performance Target Agreement) চুক্তি স্বাক্ষরিত হত এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাপকাঠিতে প্রনোদনা প্রদান করা হত। বর্তমানে সরকারের APA (Annual Performance Appraisal) নীতিমালার আলোকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রনোদনা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের বাপবিবো এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করেছে এবং বাপবিবো ও সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এপিএ বোনাস পেয়েছেন।

৮। বাপবিবোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে সদর দপ্তরে সম্প্রতি নির্মিত নতুন ভবনে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন একটি উন্নত মানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে।

৯। সমিতির সদর দপ্তর ও জোনাল অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মেডিকেল রিটেইনার নিয়োগ করা হলেও সাব জোনাল অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবার জন্য মেডিকেল রিটেইনার নিয়োগের বিধান নেই। এক্ষেত্রে সাব জোনাল অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবার জন্য মেডিকেল রিটেইনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০। বাপবিবো ও সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিমা সেবা চালু করা যেতে পারে।

দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি প্রতিপালনঃ

১। দুর্নীতি ও হয়রানি মুক্ত পরিবেশে দ্রুত গ্রাহক সংযোগ প্রদানের জন্য বাপবিবো এর আওতাধীন ৮০ টি পবিস এ অনলাইন সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। শিল্প সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বের ৪৯ ধাপ হতে হ্রাস করে ১১ ধাপে উন্নীত করে মাত্র ১৮ দিনে সংযোগ প্রদান এবং আবাসিক সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বের ৪৯ ধাপ হতে হ্রাস করে ০৬ ধাপে উন্নীত করে মাত্র ০৭ দিনে সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। যাতে দুর্নীতির সুযোগ না থাকে এবং দ্রুত গ্রাহক সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া সহজতর হয়।

২। (ক) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে বাপবিবোর্ড ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২ কোটি ৫০ লক্ষ দুর্নীতি বিরোধী লিফলেট বিতরণ, ইমাম সাহেবদের উদ্দেশ্যে ৩ লক্ষ পত্র বিতরণ, দুর্নীতি বিরোধী ১৬ লক্ষ পোস্টার বিতরণ এবং দুর্নীতি কমিশন হতে প্রাপ্ত ৫০ হাজার পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সমূহে DIE (D=Drug Abuse, I=Illegal Gratification, E= Extra Marital Affairs) কার্যক্রম সক্রিয়ভাবে চালু রয়েছে। DIE থেকে নানা ধরনের দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক কর্মকান্ডের বিস্তার ঘটে বিধায় এ ব্যাপারেও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড 'ও' টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। এবিষয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১০ হাজার **DIE** স্টিকার বিতরণ এবং ১০ হাজার সহযোগিতা চাই স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

(গ) ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বাপবিবো কর্তৃক ১৪ টি শুদ্ধাচার বিষয়ক সভা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ এর গুরুত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসংযোগ পরিদপ্তর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ঘ) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লিফলেট/পোস্টার/ ব্যানার-এর নমুনা প্রস্তুত করে ৮০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমিতি গুলো তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী লিফলেট/পোস্টার/ব্যানার ছাপিয়ে/প্রিন্ট করে বিতরণ করছেন।

৩। বাপবিবোর্ড এ কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কোন প্রকার যৌন হয়রানির শিকার হন-কি-না সে বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনাক্রমে বাপবিবোর্ড কর্তৃক একজন নারী কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি প্রতিমাসেই বিষয়টি মনিটরিং করছেন। কমিটি গঠনের পর হতে অদ্যাবধি কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নারীর প্রতি কোন প্রকার যৌন হয়রানির তথ্য পাওয়া যায়নি।

আলোচ্যসূচি নং-৫ঃ "বিদ্যুৎ গ্রাহক সন্তুষ্টি" জরিপ কার্যক্রম।

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infastructure Investment Facilitation company (IIFC) এর মাধ্যমে কুমিল্লা পবিস-২ এবং মুন্সিগঞ্জ পবিস এর ভৌগলিক এলাকায় ইতোমধ্যেই জরিপকার্য পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত জরিপকার্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য বাপবিবো এর জনাব ফকির শরীফ উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (প্রশাসন), পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (পূর্বাঞ্চল) পরিদপ্তর, বাপবিবো-কে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(অনলাইনে সংযুক্ত)
মোঃ হাফিজুর রহমান
ডিজিএম, বুড়িচং জোনাল অফিস,
কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(অনলাইনে সংযুক্ত)
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার,
কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(অনলাইনে সংযুক্ত)
শেখ জিয়াউর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, নেত্রকোনা
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(তপন কুমার গোলদার)
সিস্টেম এনালিস্ট-১,
আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(ফকির শরীফ উদ্দিন আহমেদ)
পরিচালক (চঃ দাঃ),
পবিস ম্যঃ ও ব্যঃ পঃ (পূর্বাঞ্চল) পরিদপ্তর,
বাপবিবো
ও
সদস্য সচিব, উপ কমিটি।

(মোঃ আব্দুর রহিম মল্লিক)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন,
রক্ষণাবেক্ষণ ও বিতরণ), বাপবিবো
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(অনলাইনে সংযুক্ত)
মোঃ জাকির হোসেন
জেনারেল ম্যানেজার (চঃদাঃ),
নেত্রকোনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(অনলাইনে সংযুক্ত)
প্রকৌঃ মোঃ হারুন
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার,
ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(অনলাইনে সংযুক্ত)
মোঃ মইনুল হাসান
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), বাপবিবো, রাজশাহী
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(আরমান আহসান)
পরিচালক (চঃ দাঃ), অভ্যন্তরীণ নিরিক্ষা
পরিদপ্তর, পরিদপ্তর, বাপবিবো
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(মোঃ আমোয়ার হোসেন)
পারিচালক (চঃ দাঃ)
জনসংযোগ পরিদপ্তর
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(মুহাম্মদ মতিউর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক,
নির্বাহী পরিচালক এর দপ্তর, বাপবিবো
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(অনলাইনে সংযুক্ত)
প্রকৌঃ মোঃ মাশফিকুল হাসান
জেনারেল ম্যানেজার,
পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(অনলাইনে সংযুক্ত)
অতনু দেবনাথ
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
বাপবিবো, টাঙ্গাইল
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(অনলাইনে সংযুক্ত)
শাহ মোঃ আলমগীর কবীর
নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, ফেনী
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(বিরেন্দ্র নাথ সরকার)
পরিচালক (কারিগরী),
জিআইএস পরিদপ্তর, বাপবিবো
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(বিধান রঞ্জন বৈশ্য)
পরিচালক, লিগাল এ্যাফেয়ার্স, পরিদপ্তর,
বাপবিবো
ও
সদস্য, উপ কমিটি।

(মোঃ ওমর ফারুক ভূইয়া)
সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা)
সদস্য (সমিতি ব্যবস্থাপনা) এর দপ্তর
ও
আহ্বায়ক, উপ কমিটি।